সংবাদ

তারিখ 15 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ভারতের ছত্রিশগড়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবি মেনেছে রাজ্য সরকার

প্রিয়া সাহা, কলকাতা থেকে

ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড় এবং ওড়িশার দন্ডকারণ্য অঞ্চলে কয়েক লাখ বাঙালি উদ্বাস্তুর বাস। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বিপুলসংখ্যক বাঙালি উদ্বাস্তু তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে চলে আসে। সে সময় কেন্দ্রীয় সরকার এ উদ্বাস্তুদের একটা বিরাট অংশকে ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার মধ্য প্রদেশ এবং ওড়িশার দন্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসিত করে। মধ্য প্রদেশ ভেঙে এখন আরও একটি আলাদা ছত্রিশগড় রাজ্য গঠিত হয়েছে। এই ছত্রিশগড়ে এখন কয়েক লাখ উদ্বাস্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের জমিজমাও প্রদান করেছে।

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলেও এ উদ্বাস্তুরা প্রাথমিক স্তরে বাংলাভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে যুগযুগ ধরে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে এ এলাকার বাঙালি বাংলা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

বাংলা : ভাষায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উদ্বাস্তুরা প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাভাষায় শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর এবার ফের বাংলাভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালুর দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা নিজেদের সন্তানকে প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করে আসছে নিজেদের বাসভবনে।

এবার ছত্রিশগড় রাজ্যের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে দন্ডকারণ্য অঞ্চলের পাখানজোর এলাকার উদ্বাস্তুরা। গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে এ আন্দোলন শুরু করে নিখিলভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি। কমিটি এই দাবিতে আমরণ অনশনও করে। এরপরেই ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহের সঙ্গে ৭ অক্টোবর দেখা করেন বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় কমিটির নেতা এবং কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতি সুবোধ বিশ্বাসের নেতৃত্বে ১২ জন প্রতিনিধি। তারা ছত্রিশগড়ের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়সমূহে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাদের দাবি মেনে নিয়ে জানিয়ে দেন এই রাজ্যের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়সমূহে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন। শুক্রবার সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয় মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং বাঙালি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়সমূহে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নিচ্ছে ছত্রিশগড় রাজ্য সরকার।